মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭

গবেষণা বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (arjina.efa@bb.org.bd; golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী

ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

সমন্বয়কারী

মাহফুজা আকতার

মহাব্যবস্থাপক

সদস্য

মুহঃ গোলাম মওলা

উপ-মহাব্যবস্থাপক

আরজিনা আক্তার ইফা

যুগ্ম-পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৭ অর্থবছরের প্রথমার্ধে ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৬.৪ শতাংশ এবং এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৬.৫ শতাংশ যার বিপরীতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১২.১৮ শতাংশ ও ১৬.০৬ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণ প্রবাহের এই পরিমিতি মূল্যস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি জুন ২০১৭ এর জন্য অনুমিত উর্ধ্বসীমা ৫.৮ শতাংশ এর বিপরীতে মার্চ ১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৩৯ শতাংশ। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি মন্থর ও রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী হওয়ায় পাশাপাশি আমদানী প্রবৃদ্ধি গতিলাভ করায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এর চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ক্রমে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৭ শেষে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৮৯.০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার যা টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ উপশম করে রপ্তানীকারকদের প্রতিযোগিতার সামর্থ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক অবদান রাখবে।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2) ঃ ২০১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ ত্রৈমাসিক শেষের ৯৫৪০.৫৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬৪৮.২২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের ৮৫৩১.৩১ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.৪২ শতাংশ বেশী (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত ১.৬৮ শতাংশ বৃদ্ধি এবং তলবি আমানত ৩.০৬ শতাংশ হ্রাস পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ০.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৪.২১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৭ (এপ্রিল, ২০১৬ থেকে মার্চ, ২০১৭) শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৩.০৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১৩.৫৫ শতাংশ (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

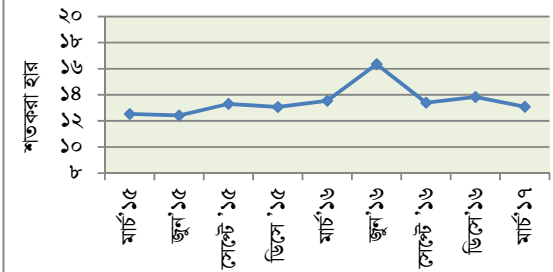

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

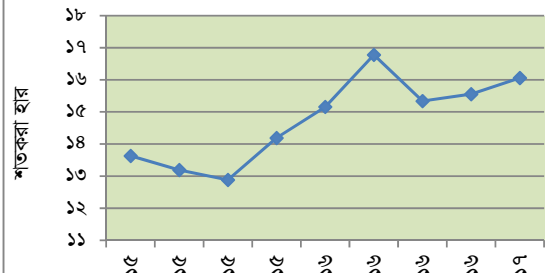

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৮৩২০.৩৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪৫২.৪১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬ ত্রৈমাসিকে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২.৭৬ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৭ (মার্চ, ২০১৬ এর তুলনায় মার্চ, ২০১৭) শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.১৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১১.৪২ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] ৮.৪৪ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১৩.২২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ, ২০১৭ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ ৯.৪৯ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৫.৫৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ০.৫৬ শতাংশ হ্রাস এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ৩.০২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৫.৪২ শতাংশ এবং ২.৫৭ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ, ২০১৭ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৬.০৬ শতাংশ যা মার্চ ২০১৬ শেষে ছিল ১৫.১৬ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ মার্চ ২০১৬ শেষে শতকরা ৮৪.৪৭ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৭ শেষে শতকরা ৮৭.৩৯ ভাগে দাঁড়ায়।

নীট বৈদেশিক সম্পদ ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ২.৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫৪১.৪৬ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এ পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ০.২০ শতাংশ ও ৫.২৬ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৭ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ১৫.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা মার্চ ২০১৬ শেষে ২৪.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

রিজার্ভ মুদ্রা ঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৯১৪.৯৮ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৯২৬.১৩ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এ প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ০.৮৯ শতাংশ এবং ১.০৪ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১২.৯৮ শতাংশ হ্রাস এবং ২.৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৫০.৯২ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৩৮.৬৯ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৭ (মার্চ, ২০১৬ এর তুলনায় মার্চ, ২০১৭) শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৪৯.৪৩ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৭৫.৫৫ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৭ (মার্চ, ২০১৬ এর তুলনায় মার্চ, ২০১৭) শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৪.৮২ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪৮.৩১ শতাংশ (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

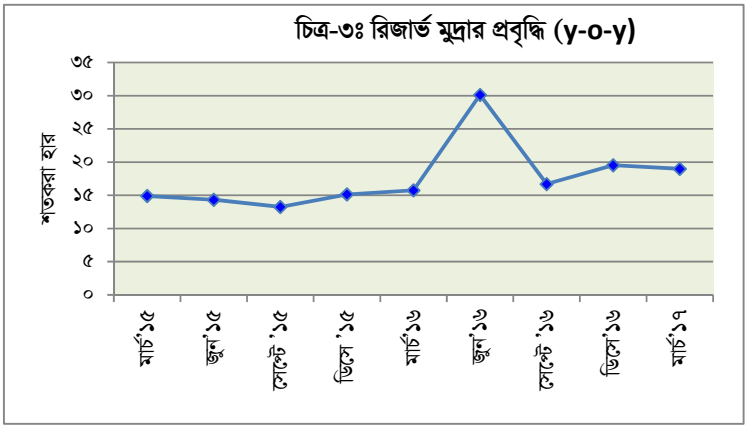

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য মূল্য হ্রাসের প্রভাব, অনুকূল আবহাওয়া, বিভিন্ন নীতি সহায়তা, বর্ধিত কৃষি ঋণ বিতরন ও খাদ্য শষ্যের পর্যাপ্ত ফলন এবং গৃহীত মুদ্রানীতির সতর্ক বাস্তবায়নের সূত্রে চলতি অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি সার্বিকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। গড় মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'১৬ শেষের ৫.৫২ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৩৯ শতাংশ (চিত্র-৪)। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'১৬ শেষের ৪.৫১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.২০ শতাংশ। অপরদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'১৬ শেষের ৭.০৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৭ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'১৬ শেষের ৫.০৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'১৭ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৩৯ শতাংশ।

চিত্র-৪ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

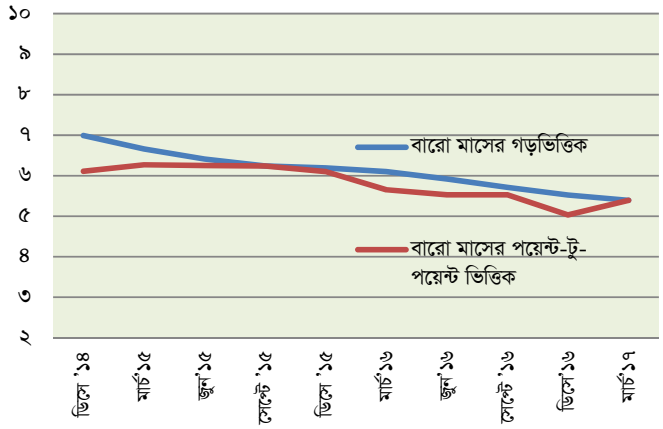

তারল্য পরিস্থিতি ঃ মার্চ, ২০১৭ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৮৮.০৫ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫), যার মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৮১২.৯৩ বিলিয়ন টাকা বা মোট তরল সম্পদের ৭০.০৫ শতাংশ, বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৬৬৮.৫৪ বিলিয়ন টাকা বা মোট তরল সম্পদের ২৫.৮৩ শতাংশ এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১০৬.৫৮ বিলিয়ন টাকা বা মোট তরল সম্পদের ৪.১২ শতাংশ (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, মার্চ ২০১৬ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৬০১.৬২ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৫ঃ মোট তরল সম্পদ

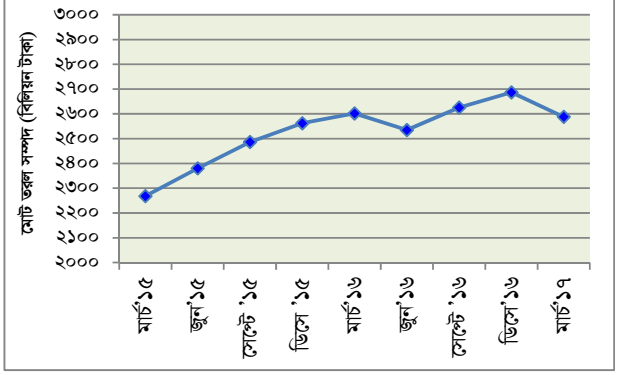

চিত্র-৬ঃ ব্যাংকসমূহের উপাদানভিত্তিক তারল্য পরিস্থিতি (মার্চ ২০১৭)

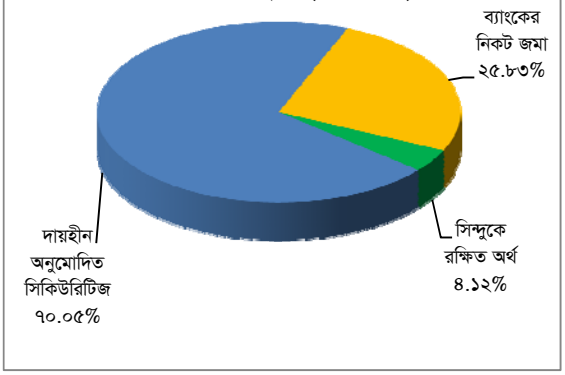

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনা করে এবং প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার শতকরা ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে যথাক্রমে শতকরা ৬.৭৫ ভাগ ও শতকরা ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

কল মানি ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ২.২৫ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৫০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৩৬৭৪.২২ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২৯৩৭.৭৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৭৩৬.৪৩ বিলিয়ন টাকা বা ২৫.০৭ শতাংশ বেশী।

রেপো ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে সর্বমোট ০.৬৮ বিলিয়ন টাকার ০৪টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং তা গৃহীত হয়।

রিভার্স রেপো ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর ০১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ নিলামে ১-২ দিন মেয়াদি ১.৫০ বিলিয়ন টাকার ০১টি দরপত্র পাওয়া গেলেও তা গৃহীত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ১-২ দিন মেয়াদি ২৭.০০ বিলিয়ন টাকার ৩৬টি দরপত্র এবং ৩-৭ দিন মেয়াদি ৯.২০ বিলিয়ন টাকার ০৬টি দরপত্র পাওয়া যায় যার একটিও গৃহীত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিল ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ০৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে শুধুমাত্র ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৪টি, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৩টি, ৯১ দিন ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ১টি এবং ৯১, ১৮২ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৯৬.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৩১০.৮৬ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৪৫১টি দরপত্র পাওয়া যায় যার বিপরীতে ৯৬.০০ বিলিয়ন টাকার ৯৮টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ দাখিলকৃত দরপত্রের ৩০.৮৮ শতাংশ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে উল্লিখিত বিলের বিপরীতে কোন ডিভল্ব হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬) মোট ১৩৫.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাখিলকৃত ৪৩৭.৬৬ বিলিয়ন টাকার দরপত্র হতে ১৩৫.০০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল যা ছিল উক্ত সময়ে দাখিলকৃত দরপত্রের ৩০.৮৫ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর কোন ডিভল্ব করা হয়নি। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ২.৮৮ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৩.৫৭ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ২.৯৭ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.১৬ শতাংশ। জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৬ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ২.৪৩ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৩৬ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৯৬.০০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিল গৃহীত এবং ১৪৬.০৫ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে ত্রৈমাসিক শেষে (৩১ মার্চ, ২০১৭) ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২৬২.৫৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৫০.০৫ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ২১২.৫০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২১৭.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৪.৫০ বিলিয়ন টাকা কম।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০১টি, ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি, ১০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি এবং ১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি সহ মোট ০৭টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ২৩.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৪.৭৩ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৪০৪টি দরপত্রের মধ্যে ২৩.০০ বিলিয়ন টাকার ১৪৫টি দরপত্র গৃহীত হয়। এ সময়ে গৃহীত দরপত্রের টাকার পরিমাণ ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ২১.৯৬ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ১০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর কোন ডিভল্ব করা হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬) মোট ৪২.৫০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫১.৫৫ বিলিয়ন টাকার দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে ৪১.৯০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয় এবং ০.৬০ বিলিয়ন টাকা বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৪.২৩ শতাংশ থেকে ৭.৭৮ শতাংশ এবং ৪.৪৪ শতাংশ থেকে ৮.২৪ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৭৭.১৪ বিলিয়ন টাকা, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬) শেষের স্থিতির তুলনায় ১৪.৩৬ বিলিয়ন টাকা (১.১১ শতাংশ) কম এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৬৩.০৩ বিলিয়ন টাকা (৫.১৯ শতাংশ) বেশি।

০৭-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৬৩টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ২৩৭২.৪৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৯১৫টি দরপত্র পাওয়া যায় যার মধ্যে ২৩৭২.৪০ বিলিয়ন টাকার ৯১৪টি দরপত্র গৃহীত হয়েছে। গৃহীত দরপত্রের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৭ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। মার্চ, ২০১৭ শেষে ০৭ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ১৩৮.৩৮ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬) ২৫১১.৩৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৮১৪টি দরপত্রের মধ্যে সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

১৪-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৬০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ৬৪৩.৮৪ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যে ১৯৫টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৬ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। মার্চ, ২০১৭ শেষে ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ১৩৬.৩৯ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬) ৫৪৯.৬৭ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১৫১টি দরপত্র পাওয়া যায় যার সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩০-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৫০টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে ১৯৩.০২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৯০টি দরপত্রের মধ্যে ১৯২.৫২ বিলিয়ন টাকার ৮৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৫ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। মার্চ, ২০১৭ শেষে ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৫৬.২৫ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬) ২৩১.২১ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১১৬টি দরপত্রের মধ্যে ২৩০.৮৭ বিলিয়ন টাকার ১১৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ মার্চ ২০১৭ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.০১ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০১৬ এবং মার্চ ২০১৬ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৫.২২ শতাংশ ও ৫.৯২ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৭০ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০১৬ এবং মার্চ ২০১৬ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৯.৯৩ শতাংশ ও ১০.৭৮ শতাংশ (চিত্র-৭)। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে আমানত ও ঋণ (আগাম) উভয় সুদ হার হ্রাস পেলেও আমানতের সুদ হার বেশি হারে হ্রাস পাওয়ায় সুদ হার ব্যবধান হ্রাস (০.০২ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট) পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৬৯ শতাংশ ।

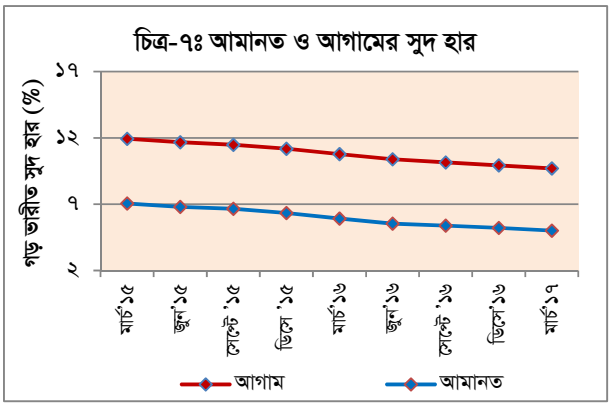

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতি ঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ মার্চ ২০১৭ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার ডিসেম্বর ২০১৬ শেষের ৭৮.৭০ টাকা থেকে ১.২৩ শতাংশ উপচিতি হয়ে ৭৯.৬৮ টাকায় দাঁড়ায়(চিত্র-৮)। মার্চ ২০১৭ শেষে টাকা-ডলার বিনিময় হার পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৬১ শতাংশ উপচিতি হয়। মার্চ ২০১৬ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৭৮.৪০ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয়ও করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করে এবং ৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে। একইভাবে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে মোট ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ৩৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল। উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে মোট ৪১৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে এবং এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোন বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয় করেনি।

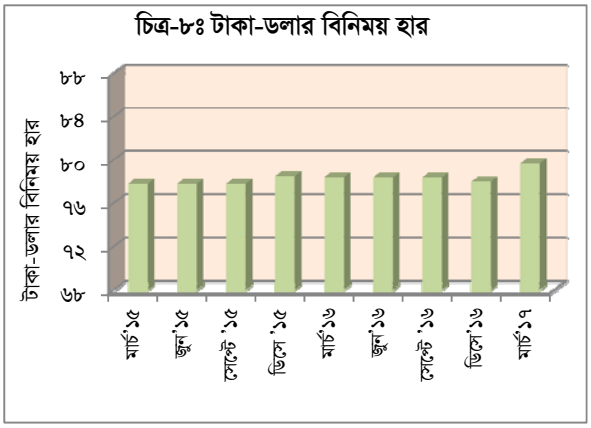

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate) ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক ডিসেম্বর শেষের ১৪৯.৯৯ থেকে ১.৩০ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৪৮.০৪ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ৪.১৩ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ০.৪৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাত ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৪.৯৩ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৪৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৫৪ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৬.৭২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১৫.০৬ শতাংশ হ্রাস পায়। জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ - এ বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫২৮[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১১৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৮৯[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ১৫০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৮৫৯[স/] মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৫৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঃ মার্চ, ২০১৭ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার(চিত্র-৯) যা প্রায় ৮.৩ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, মার্চ ২০১৬ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৮.২৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা প্রায় ৭.৮ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২৪ মে, ২০১৭ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ।

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

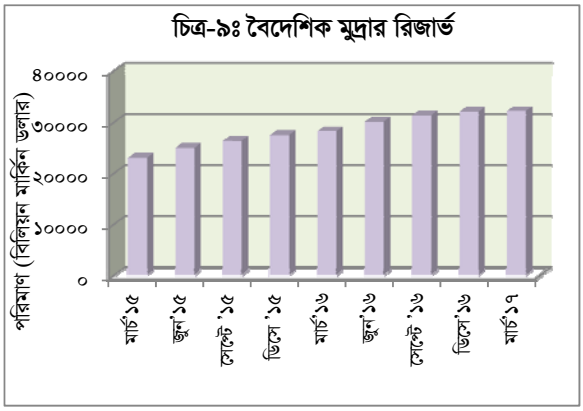

স= সংশোধিত।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ সময়কালে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এবং অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- আমানতের ওপর সুদ/মুনাফা হারের নিম্নগামী প্রবণতা রোধের লক্ষ্যে আমানতের সুদ/মুনাফার হার সংকোচন না করে Intermediation spread সংকোচন এবং খেলাপী ঋণ আদায়সহ ব্যবস্থাপনা দক্ষতার বিভিন্ন দিকে নজর রাখার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- চেক জাল করে গ্রাহকের হিসাব থেকে অর্থ জালিয়াতি বা প্রতারণার ঘটনায় ব্যাংকের নিজস্ব তদন্তে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারী জড়িত রয়েছে প্রমাণিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকের এতদ্‌সংক্রান্ত দাবি পূরণ করার এবং ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী বা গ্রাহক কারও সংশ্লিষ্টতা ব্যতিরেকে অন্য কোন তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপে/ত্রুটির কারণে উক্ত অর্থ জালিয়াতি/ক্ষতি হয়েছে বলে প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পর্ষদ এর অনুমোদনক্রমে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গ্রাহককে ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে।
- ঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত ১৯টি নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক যে উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদত্ত হয়েছে/হবে সে উদ্দেশ্যেই ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত মনিটরিং করার জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা এবং অর্থনৈতিক অঞ্চলভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের ব্যবসায়িক ভ্রমণের আওতা বৃদ্ধিকল্পে প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতির বিপরীতে তাদের শীর্ষ ০৩ (তিন) জন কর্মকর্তার অনুকুলে আন্তর্জাতিক ডেবিট/প্রিপেইড কার্ড ইস্যু করার জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- ইপিজেড/হাজেড এর টাইপ "এ" প্রতিষ্ঠান তার বিদেশস্থ প্যারেন্ট প্রতিষ্ঠান/শেয়ারধারী এবং বাংলাদেশে ইপিজেড/হাজেড অঞ্চলে কার্যরত সাবসিডিয়ারী/সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বৈদেশিক মুদ্রায় স্বল্প-মেয়াদে অর্থ গ্রহণ করবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
- অনিবাসী বাংলাদেশীগণ বিদেশ হতে বাংলাদেশে আসার পর বিদেশে চাকুরীতে থাকাকালীন বিদ্যমান চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত অবসরকালীন সুবিধা, মেয়াদী পেনশন এবং বয়স্ক ভাতা ইত্যাদি জমা করার জন্য এডি ব্যাংকে অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খোলার অনুমতি প্রদান।
- জরুরী আমদানির প্রয়োজনে রপ্তানিকারকের রিটেনশন কোটার স্থিতি পূর্বের ১০০০০ মার্কিন ডলার এর স্থলে বর্তমানে ২৫০০০ মার্কিন ডলার অগ্রিম প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে।
- অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক কর্তৃক অভিবাসী শ্রমিকের অনুকূলে মেডিকেল চেক-আপ সেবা বাবদ রেজিস্ট্রেশন ফি বিদেশে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছে।

উপসংহার

সর্বোপরি আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। তবে, বিশ্ব বাজারে জ্বালানী তেলের মূল্য হ্রাসসহ নানাবিধ কারণে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি নিম্নগামী থাকলেও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের শ্রম বাজারে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় তা শীঘ্রই নিরসন হবে বলে প্রত্যাশা করা যায়। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা কঠোরকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপাভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	মার্চ ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৬	সেপ্টেম্বর ২০১৬	মার্চ ২০১৬	ডিসেম্বর ২০১৫	মার্চ ২০১৫	পরিবর্তন				
							মার্চ '১৭ এর তুলনায় ডিসেম্বর'১৬	সেপ্টেম্বর'১৬ এর তুলনায় ডিসেম্বর '১৬	ডিসেম্বর'১৫ এর তুলনায় মার্চ' ১৬	মার্চ' ১৬ এর তুলনায় মার্চ' ১৭	মার্চ'১৫ এর তুলনায় মার্চ'১৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫৪১.৪৬	২৪৭২.৪৮	২৪৬৭.৪৬	২২০৩.২৮	২০৯৩.১৭	১৭৭৪.৯৪	৬৮.৯৮	৫.০২	১১০.১১	৩৩৮.১৮	৪২৮.৩৪
							(২.৭৯)	(০.২০)	(৫.২৬)	(১৫.৩৫)	(২৪.১৩)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৭১০৬.৭৬	৭০৬৮.০৬	৬৮৪৭.৭৭	৬৩২৮.৫৭	৬২৮৭.৯৭	৫৭৩৮.৯২	৩৮.৭০	২২০.২৯	৪০.৬০	৭৭৮.১৯	৫৮৯.৬৫
							(০.৫৫)	(৩.২২)	(০.৬৫)	(১২.৩০)	(১০.২৭)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৮৪৫২.৪১**	**৮৩২০.৩৯**	**৮০৯৭.১৩**	**৭৫৩৪.৯০**	**৭৪০৬.৪৫**	**৬৭৬২.৩৫**	১৩২.০২	২২৩.২৬	১২৮.৪৫	৯১৭.৫১	৭৭২.৫৫
							(১.৫৯)	(২.৭৬)	(১.৭৩)	(১২.১৮)	(১১.৪২)
i) সরকারি খাত (নীট)	৯০৩.১২	৯৮৬.৩৯	১১৩৬.৬৪	৯৯৭.৭৮	১০৩৪.৮৯	১০৫৬.৪৯	-৮৩.২৭	-১৫০.২৫	-৩৭.১১	-৯৪.৬৬	-৫৮.৭১
							-(৮.৪৪)	-(১৩.২২)	-(৩.৫৯)	-(৯.৪৯)	-(৫.৫৬)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	১৬২.৮৮	১৬৩.৮	১৫৯.১২	১৭২.৭০	১৬৬.৪৯	১৭৯.১৮	-০.৯২	৪.৬৮	৬.২১	-৯.৮২	-৬.৪৮
							-(০.৫৬)	(২.৯৪)	(৩.৭৩)	-(৫.৬৯)	-(৩.৬২)
iii) বেসরকারি খাত	৭৩৮৬.৪১	৭১৭০.২	৬৮০১.৩৭	৬৩৬৪.৪২	৬২০৫.০৭	৫৫২৬.৬৮	২১৬.২১	৩৬৮.৮৩	১৫৯.৩৫	১০২১.৯৯	৮৩৭.৭৪
							(৩.০২)	(৫.৪২)	(২.৫৭)	(১৬.০৬)	(১৫.১৬)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৩৪৫.৬৫	-১২৫২.৩৩	-১২৪৯.৩৬	-১২০৬.৩৩	-১১১৮.৪৮	-১০২৩.৪৩	-৯৩.৩২	-২.৯৭	-৮৭.৮৫	-১৩৯.৩২	-১৮২.৯০
							(৭.৪৫)	(০.২৪)	(৭.৮৫)	(১১.৫৫)	(১৭.৮৭)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**৯৬৪৮.২২**	**৯৫৪০.৫৪**	**৯৩১৫.২৩**	**৮৫৩১.৮৫**	**৮৩৮১.১৪**	**৭৫১৩.৮৬**	১০৭.৬৮	২২৫.৩১	১৫০.৭১	১১১৬.৩৭	১০১৭.৯৯
							(১.১৩)	(২.৪২)	(১.৮০)	(১৩.০৮)	(১৩.৫৫)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২০২৬.০৯	২০৪৪.৪৬	২০১৩.৮৯	১৭১৪.৯৭	১৬৮৩.১৯	১৪৬৮.২২	-১৮.৩৭	৩০.৫৭	৩১.৭৮	৩১১.১২	২৪৬.৭৫
							-(০.৯০)	(১.৫২)	(১.৮৯)	(১৮.১৪)	(১৬.৮১)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১১৪১.০৯	১১৩১.৫৩	১১৮১.২৯	৯৬৫.৯৬	৯২৫.৪৫	৮২১.২৫	৯.৫৬	-৪৯.৭৬	৪০.৫১	১৭৫.১৩	১৪৪.৭১
							(০.৮৪)	-(৪.২১)	(৪.৩৮)	(১৮.১৩)	(১৭.৬২)
ii) তলবি আমানত	৮৮৪.৯৯	৯১২.৯৩	৮৩২.৫৯	৭৪৯.০১	৭৫৭.৭৪	৬৪৬.৯৬	-২৭.৯৪	৮০.৩৪	-৮.৭৩	১৩৫.৯৮	১০২.০৫
							-(৩.০৬)	(৯.৬৫)	-(১.১৫)	(১৮.১৫)	(১৫.৭৭)
খ) মেয়াদি আমানত	৭৬২২.১৪	৭৪৯৬.০৮	৭৩০১.৩৫	৬৮১৬.৮৮	৬৬৯৭.৯৫	৬০৪৫.৬৫	১২৬.০৬	১৯৪.৭৩	১১৮.৯৩	৮০৫.২৬	৭৭১.২৩
							(১.৬৮)	(২.৬৭)	(১.৭৮)	(১১.৮১)	(১২.৭৬)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	১৯২৬.১৩	১৯১৪.৯৮	১৮৯৮.০৮	১৬১৮.৮২	১৬০২.১৫	১৩৯৮.৫২	১১.১৫	১৬.৯০	১৬.৬৭	৩০৭.৩১	৬৭৫.৬৬
							(০.৫৮)	(০.৮৯)	(১.০৪)	(১৪.৮২)	(৪৮.৩১)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৪২৩.৬৯	২৩৫৫.৩৯	২৩৩০.৭২	২০৭৪.১৮	১৯৬৫.০৮	১৬৪৯.২৫	৬৮.৩০	২৪.৬৭	১০৯.১০	৩৪৯.৫১	৪২৪.৯৩
							(২.৯০)	(১.০৬)	(৫.৫৫)	(১৬.৮৫)	(২৫.৭৭)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৪৯৭.৫৬	-৪৪০.৪১	-৪৩২.৬৩৬	-৪৫৫.৩৬	-৩৬২.৯৩	-২৫০.৭৩	-৫৭.১৫	-৭.৭৭	-৯২.৪৩	-৪২.২০	-২০৪.৬৩
							(১২.৯৮)	(১.৮০)	(২৫.৪৭)	(৯.২৭)	(৮১.৬১)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	-২.১৯	৪৮.৭৩	১০.০৪	৪৭.২৪	-৩৩.২২	-১২৮.৩১	-৫০.৯২	৩৮.৬৯	৮০.৪৬	-৪৯.৪৩	১৭৫.৫৫
সরকারি খাতে নীট ঋণ							-(১০৪.৪৯)	(৩৮৫.৩৬)	-(২৪২.২০)	-(১০৪.৬৪)	-(১৩৬.৮২)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩২২১৫.২০	৩২০৯২.২০	৩১৩৮৫.৯০	২৮২৬৫.৯০	২৭৪৯৩.৩০	২৩০৫২.৯					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ(বিলিয়ন টাকায়)	২৫৮৮.০৫	২৬৮৬.৭২	২৬২৫.৭৮	২৬০১.৬২	২৫৬২.১৫	২২৬৮.১৫					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৭৯.৬৮	৭৮.০০	৭৮.৪০	৭৮.৪০	৭৮.৫০	৭৭.৮০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	১৪৮.০৪	১৪৯.৯৯	১৪৪.০৪	১৪১.৫১	১৪০.৩১	১৩৪.১৪					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০০০-০১)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৩৯	৫.৫২	৫.৭১	৬.১০	৬.১৯	৬.৬৬					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নিদের্শক।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।